সংগ্রহ বিভাগ
রেজি নাম্বার নং...
তারিখ ...
সংগ্রহ বিভাগ
অতিঃ পরিচালক
উপ পরিঃ (ইপি)
উপ পরিঃ (আইপি)
পরিচালক
তাং-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofood.gov.bd

মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

নং-১৩.০০.০০০০.০৪৩.৩৫.০১২.২০১৭- ৬০

২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪
তারিখঃ----------
১১ জুন ২০১৭

বিষয়ঃ বোরো সংগ্রহ-২০১৭ এ অভ্যন্তরীণভাবে সংগ্রহতব্য ধানের বিভাগ, জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক বিভাজন প্রসংগে।

সুত্রঃ খাদ্য অধিদপ্তরের পত্র সংখ্যা- ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.০০৫.১৬-৮৮৯ তারিখঃ ২৪.০৪.২০১৭ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে গত ১৬.০৪.২০১৭ খ্রি. তারিখে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির একসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় অভ্যন্তরীণভাবে বোরো সংগ্রহ-২০১৭ এর আওতায় ৭,০০,০০০ (সাত লক্ষ) মেট্রিক টন ধান সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ধান সংগ্রহ অভিযান শুরু করার জন্য বিভাগ, জেলা ও উপজেলা-ওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা বিভাজন করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা বিভাজনে দেশে ধানের (চালের আকারে) সম্ভাব্য উৎপাদন পরিমাণকে বিবেচনায় আনা হয়েছে। তবে, সিলেট বিভাগে সাম্প্রতিক পাহাড়ী ঢলে বোরো আবাদের ক্ষয়ক্ষতির কারণে সেখানে ধান সংগ্রহের সম্ভাবনা কমে যাওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। অপরদিকে বরিশাল বিভাগে রাইস মিলের সংখ্যা কম বিধায় চাল সংগ্রহে তেমন চাপ থাকেনা। তাই ধান ক্রয় সেখানে সহজ ও সুবিধাজনক হতে পারে। বরিশাল বিভাগে ধানের সংগ্রহ বেশী হলে তার ফলিত চাল দিয়ে পিএফডিএস খাতে সাশ্রয়ীভাবে চালের স্থানীয় চাহিদা মিটানো সম্ভব হবে। এ দু'টো বিষয় বিবেচনা করে সিলেট বিভাগের প্রাপ্য পরিমাণ থেকে ১৮,০০০ মেট্রিক টন ধান বরিশাল বিভাগের প্রাপ্য পরিমাণের সাথে যোগ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনায় ধান ক্রয়ের বিভাজন অনুযায়ী এখন শুধুমাত্র বরিশাল বিভাগে ধান ক্রয় চালু করা যেতে পারে এবং বিভাজন মতে সারাদেশের ধান ক্রয় আসন্ন ঈদ-উল-ফিতরের পর পরই চালু করা যেতে পারে। সরকার কর্তৃক বিভাগ, জেলা ও উপজেলাভিত্তিক বিভাজন নিম্নরুপভাবে অনুমোদিত হয়েছেঃ

(ক) ২০১৭ সালের বোরো মৌসুমে ৭,০০,০০০ (সাত লক্ষ) মেট্রিক টন ধান কৃষক পর্যায়ে সংগ্রহ করতে হবে;

(খ) ধানের সংগ্রহ মূল্য প্রতিকেজি ২৪.০০ (চব্বিশ) টাকা;

(গ) সংগ্রহের সময়সীমা আগামী ৩১ আগস্ট, ২০১৭ খ্রি. পর্যন্ত;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভাপতির সাথে যোগাযোগ করে যত দ্রুত সম্ভব জেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির এবং উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভা আহবান ও সংগ্রহ কাজ শুরু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঙ) কৃষকদেরকে গুদামে ধান বিক্রয়ে উৎসাহিত করার জন্য সহজ সরল ভাষায় ধানের বিনির্দেশ, পরিমাণ, মূল্য ও প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র উল্লেখ করে গ্রাম পর্যায়ে মাইকিং, ঢোল সহরত ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা;

(চ) উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি উপজেলার ধান সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা উৎপাদন ও সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে ইউনিয়ন-ওয়ারি বিভাজন করবে; স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তার দেয়া তালিকা হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রান্তিক কৃষক নির্বাচন করবে এবং তাদের নিকট হতে পণ্য সংগ্রহ করার লক্ষ্যে পরিমাণ নির্ধারণ করে দিবে। উপজেলা কমিটি পরিমাণসহ নির্বাচিত উৎপাদক-কৃষকদের তালিকা সংশ্লিষ্ট সংগ্রহ কেন্দ্রে প্রেরণ করবে। এ তালিকায় অন্তর্ভূক্ত কৃষকদের নিকট থেকে ধান ক্রয় করা হবে। সংগ্রহ কেন্দ্রের কর্মকর্তা কৃষি

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা
ডাইরি নং... তারিখঃ 12 JUL 2017
প্রোগ্রামার
সহকারী প্রোগ্রামার